দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .. 20 FEB 2008..

পৃষ্ঠা ১০ কলাম .. ৭.....

বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে ক্ষোভ বাড়ছে

নাছিম উল আলম

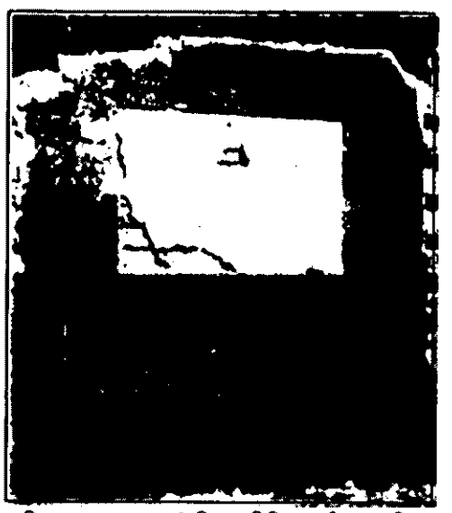

প্রায় ২৮ বছর আগে মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের দাবী-দাওয়া, আন্দোলনের পাশাপাশি কতিপয় আমলার নানামুখী কালক্ষেপণের প্রতিযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় হারের ১০ ভাগ ওপরে স্থান লাভকারী বিভাগীয় সদর বরিশালে এখনো কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত না হওয়ার বিষয়টি বিস্ময়কর। বিগত সব সরকারের আমলে দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নবিরোধী রাজনীতিবিদ ও আমলারা এক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন। কৃষি প্রধান ও খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত দক্ষিণাঞ্চলে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টিও আজ পর্যন্ত কোন সরকারের কাছে বিবেচনা লাভ করেনি। জোট সরকারের সময় দেশে আরো একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে অকৃষিপ্রধান এলাকায়। এর মূলে ছিল ওই সরকারের অন্যতম নীতিনির্ধারকের এলাকায় আরো একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে তার ভোট ব্যাংক নিরাপদ করা মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদিত বরিশালে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী নিয়ে এখনো আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে। দীর্ঘ ২৮ বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনের আগে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলই বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাসের কথাও শুনিয়েছে। ক্ষমতায় গিয়ে তাদের আশ্বাস স্থির থাকেনি। বিগত জোট সরকারের শেষদিকে প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি বাছাই, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও সংসদে আইন অনুমোদন এবং এ লক্ষ্যে প্রায় ৫৬.৮৭ কোটি টাকার একটি প্রকল্প সারপত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন শেষে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতেই তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। বিগত সরকারের আমলে প্রকল্প সারপত্রটি প্রি-একনেকের অনুমোদন লাভ করলেও চূড়ান্ত অনুমোদন হয়নি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে মহানগরীর পশ্চিম প্রান্তে ভেদুরিয়াতে প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর এ লক্ষ্যে সংসদে আইনও অনুমোদন করা হয়েছিল। জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পরে সেই কাজের ধারাবাহিকতায় আর কোন অগ্রগতি হয়নি। কতিপয় আমলা নতুন করে স্থান নির্বাচনের নামে পুনরায় কালক্ষেপণের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছেন। অবস্থাদৃষ্টে প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন এখন সুদূরপরাহত। বিষয়টি নিয়ে জনমনে ক্ষোভ এবং হতাশাও বাড়ছে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জটিলতায় ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের লক্ষ্যে গত সপ্তাহে একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার নামে ছাত্রদের উস্কে দেয়। কতিপয় ছাত্র বিএম কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবী নিয়ে স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে। ক্যাম্পাসের ভেতরে-বাইরে তারা বিক্ষোভ-ভাংচুর চালায়। এসব উশৃঙ্খল ছাত্রদের হাতে কলেজ শিক্ষক ও সাংবাদিকরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছেন। পরে পুলিশী শক্ত মনোভাবে পরিস্থিতি আপাতত শান্ত রয়েছে। বিগত জোট সরকারের সময় এক পর্যায়ে বিএম কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার একটি প্রকল্প একনেকের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের পরে কাজও শুরু হয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করলে এখানে অধ্যয়নরত প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় আশংকাসহ দক্ষিণাঞ্চলে আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমে যেত। বর্তমানে এই বিএম কলেজের ওপরই গোটা দক্ষিণাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা বহুলাংশে নির্ভরশীল। জোট সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ও বরিশালের জেলা প্রশাসন যৌথভাবে নগরীর পশ্চিম এলাকায় ভেদুরিয়াতে প্রায় ৪৮ একর জমিকে প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাছাই করে। বাছাইকৃত জমির মধ্যে প্রায় ২২ একরই ছিল সরকারী খাস খতিয়ানভুক্ত। দীর্ঘদিন যাবত একটি প্রভাবশালী মহল জমিটি ভোগদখল করছিল। সেই সময় এলাকার [illegible] জমি হুকুমদখল করা হলে স্বাগত জানাবে বলে জানিয়েছিল। বরিশাল জেলা প্রশাসনের ভূমি হুকুমদখল অফিসের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রস্তাবিত ৪৮ একর জমির মূল্য প্রায় ১২ কোটি টাকা নির্ধারণ করে। সরকার পরিবর্তনের পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ মূল্য অত্যধিক বলে দাবী করে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আরো একদফা পিছিয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি টিম মহানগরী থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে বরিশাল-ফরিদপুর মহাসড়কের গড়িয়ারপাড় এলাকায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আরেকটি বিকল্প স্থান নির্বাচন করেছে বলে জানা গেছে। এতে জমির মূল্য বাবদ প্রায় ৪ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বলে দাবী করা হলেও দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার প্রবেশদ্বার জাতীয় মহাসড়কের পাশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কতটা যুক্তিসঙ্গত তা বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে না। উপরন্তু মহানগরী থেকে ৪ কিলোমিটারের পরিবর্তে ১৪ কিলোমিটার দূরে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থান নির্বাচন নিয়েও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে জনমনে। এছাড়াও পূর্বে নির্বাচিত ভেদুরিয়া এলাকার জমির মধ্যে প্রায় ২২ একরই সরকারী খাস থাকায় তার মূল্য নির্ধারণ বাধ্যতামূলক হলেও ভূমি মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে একটি প্রতীকি মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য পাওয়াও সম্ভব বলে জানিয়েছে দায়িত্বশীল সূত্র। এসব কিছু বিবেচনা না করেই প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থান পুনর্বিবেচনার নামে আমলারা কালক্ষেপণের নতুন রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। ফলে ভেদুরিয়া এলাকার যুগের পর যুগ ধরে সরকারী প্রায় ২২ একর জমি জোগদখলকারীদের হাত থেকে উদ্ধারের বিষয়টিও আপতত চাপা পড়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বরিশালের জেলা প্রশাসক মঞ্জুর ই এলাহীর সাথে আলাপ করা হলে ভেদুরিয়াতে খাস জমির বিষয়টি তার জানা নেই বলে জানিয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একটি দায়িত্বশীল সূত্র বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে কোন সংশয় নেই বলে জানিয়ে বলা হয়, প্রথমে নির্ধারিত ভেদুরিয়াতে জমির মূল্য নির্ধারিত প্রাক্কলনের চেয়ে বেশী হওয়ায় বিকল্প জমি খোঁজা হচ্ছে। তবে বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের ওপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল বলে জানিয়েছে মঞ্জুরী কমিশন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের জনগণ। জমি বাছাইয়ের নামে নতুন একটি বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবায়ন দেখতে আরো কত বছর অপেক্ষা করতে হবে তা শুধু দেবতারাই জানে।

বরিশাল ব্যুরো : রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিফলকের মূল প্রকল্পটি নতুন করে কালক্ষেপণের শিকার —ইনকিলাব